

উপস্থিত :-

মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ০৯
তারিখ-২৩/০৮/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত ও আপত্তি বিষয়ে শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে। বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। নথি শুনানীর জন্য নেওয়া হলো। উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলিকে শ্রবন করলাম।

অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

১৯/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যের সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, দরখাস্তকারী/বাদীগণ নালিশী ভূমি মৌরশী সূত্রে মালিকদখলকার হন। নালিশী ভূমি বাদী ও বিবাদীদের এজমালি সম্পত্তি হয়। নালিশী ভূমি নিয়ে তাদের মধ্যে কোন অংশনামা দলিল হয়নি। প্রাপ্ত হয়ে বসতগৃহ বন্ধনে ও নাল ভূমিতে চাষাবাদে ভোগ দখলকার হন। সম্পত্তি বিবাদী/প্রতিপক্ষগণ বাদীগণের দাবিকৃত ১ ও ২ নং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে বাদীগণের শান্তিপূর্ণ ভোগখলে বাধা সৃষ্টি করায় এবং নালিশী ভূমিতে পাকা গৃহ নির্মাণের মাধ্যমে রূপ পরিবর্তন সহ অন্যত্র হস্তান্তরের চেষ্টা করায় দরখাস্তকারী অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত আনয়ন করেছেন।

অপর দিকে ১-৫/১০-১২/৩৩-৩৫ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,

নালিশী আর এস ৩৩১৪ দাগে আর এস রেকডী নজু মিয়া $\frac{১}{৩}$ অংশে মালিকদখলকার থাকাবস্থায় মরনে ৩ পুত্র ফয়েজ আহমদ, আব্দুর রহিম ও সৈয়দ আহমদ ওয়ারীশ থাকে। ছৈয়দ আহমদ

নিরুদ্দেশ হলে অপর দুই ভ্রাতা মালিক হয়। এভাবে তারা $৮\frac{১}{৩}$ শতক করে সম্পত্তির মালিক হয়।

বি এস ১৩১৪ খতিয়ান তাদের নামে প্রচার আছে। আব্দুর রশিদ মরনে ১-৫ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ হন। ১ নং বিবাদী বাহিরে বসবাসরত আছেন। ৪ নং বিবাদী তাহার প্রাপ্য স্বত্বাংশীয় ভূমিতে বসবাসরত আছেন। ৩ নং বিবাদী নালিশী দাগের দক্ষিণ পূর্বাংশে ৫ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা দালান নির্মাণে বসবাসরত আছেন। নালিশী ১ নং তফসিলের ৩৩১৪ দাগের মধ্যাংশে বাদী সেমি পাকা গৃহ নির্মাণে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। উক্ত দাগের সর্ব-উত্তরাংশে ১০-১২ নং বিবাদী বসতগৃহ নির্মাণে বসবাস করছেন। নালিশী ২ নং তফসিলের নালিশী দাগের আবুল কালাম খরিদসূত্রে মালিক দখলকার থাকাবস্থায় মরনে ৩৩/৩৪ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়। উক্ত দাগে বাদীর কোন স্বত্ব দখল নাই। এভাবে নালিশী ১ নং তফসিলের ভূমিতে বাদী ও বিবাদীগণ নিজ নিজ স্বত্বাংশীয় ভূমিতে গৃহাদি নির্মাণে বসবাস করে আসিতেছেন। উক্ত কারণে বাদী শরীকদার অত্র বিবাদীদের বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাবার হকদার নন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে নালিশী ১ নং তফসিলভুক্ত সম্পত্তি বাদী ও বিবাদীদের এজমালি সম্পত্তি। বাদীপক্ষ ২ নং তপসিলে ৮.৩৫৩ শতক সম্পত্তিতে স্বত্ব দাবি করলে বিবাদীপক্ষ তা অস্বীকার করেছেন। উভয়পক্ষের স্বীকৃতমতে বাদীপক্ষ নালিশী ১ নং তফসিলের ৩৩১৪ দাগের মধ্যাংশে সেমি পাকা গৃহ নির্মাণে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। বিবাদীপক্ষও তাদের স্ব স্ব প্রাপ্য অংশে বসতগৃহ নির্মাণে বসবাস করছেন। বাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, নালিশী ভূমিতে বিবাদীপক্ষ পাকা দালানগৃহ নির্মাণ করিতেছে। কিন্তু বাদীপক্ষের দাখিলী দরখাস্ত পর্যালোচনায়, ইহা স্পষ্ট নয় যে, বিবাদীপক্ষ তাদের প্রাপ্য সাহামের অতিরিক্ত অংশে উক্ত নির্মাণ কাজ করছেন কিনা? এদিকে বিবাদীপক্ষ তাদের স্বীয় অংশে উক্ত নির্মাণ কাজ করছেন মর্মে দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলী নির্মানাধীন ঘরের ছবি পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত নির্মানাধীন দালানের নিচের তলা সমাপ্তে ২য় তলার কাজ চলিতেছে। সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যেখানে কোন সহ-অংশীদার তাহার প্রাপ্য স্বত্বাংশীয় ভূমিতে কোন নির্মাণকাজ করেন সেক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তাকে বারিত করা সমীচীন হবে না বলে বিবেচনা করি। ৫৯ ডি এল আর পৃষ্ঠা ১১৫ তে প্রকাশিত মামলায় এরূপ সিদ্ধান্ত আছে যে “ The defendants were appeared to be co-sharers in possession and having development work and as such the order of the trial court for maintaining status quo with regard to possession of the suit land is not tenable in law. অন্য একটি মামলায় এরূপ সিদ্ধান্ত এসেছে যে, “ while the time for resolution of a dispute particularly, regarding partition is so uncertain that nobody can say certainly when it will finally come to an end. In such situation right of co-sharer to develop the land in his specific possession cannot be denied by an interlocutory order of injunction till partition. [10 BLT 435]”

বাদীপক্ষ মূলত দাবি করেছেন যে, নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষ যাতে নির্মাণ কাজ করার মাধ্যমে উহার রূপ পরিবর্তন করতে না পারে। আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১ নং তফসিলে নালিশী ৩৩১৪ দাগে ৫০ শতক বাড়ি ভূমি মধ্যে বাদী ১২.৭৭ শতক এবং ২ নং তফসিলে নালিশী ১৪৮৩ দাগে ৩৫ শতক নাল ভূমির মধ্যে বাদী ৮.৩৫৩ শতক ভূমি দাবি করেছেন। প্রতীয়মান হয় যে, নির্মাণকাজ চলা ভূমি ব্যাতিরেক বাদীর দাবি মেটানোর মত যথেষ্ট পরিমাণ ভূমি নালিশী দাগে বিদ্যমান রয়েছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে, অত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস রয়েছে। কিন্তু যদি চলমান নির্মানাধীন বিল্ডিং এর কাজ নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষ বাদীপক্ষের তুলনায় বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। উক্ত প্রেক্ষিতে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় মর্মে বিবেচনা করি। এ বিষয়ে ৩৫ ডি এল আর পৃষ্ঠা ২৫ এর উল্লিখিত মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় এর সিদ্ধান্ত এসেছে যে, “ In a suit for partition , application was as to that the defendant cannot change

nature of the suit land by erecting buildings. There was sufficient lands except the lands under constructions for meeting up plaintiff's claimed saham. Held : Though plaintiff has prima facie case but balance of disadvantages is in favour of defendants and no reason for granting temporary injunction.

উকরিউক্ত আলোচনা ও উচ্চাঙ্গালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে , অত্র আদালত এরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে , মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারলেও তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পালা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না । সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি ।

অতএব আদেশ হয় যে ,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ১৫/০৬/২০২২ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা গুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো ।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো ।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম